তারিখ ... 08 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

মেডিক্যালে ভর্তীচ্ছুদের ফের

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

সম্পাদক আকরামুল হাসান বলেন, মেধাবী শিক্ষার্থীদের ওপর এই হামলা অবৈধ সরকারের বর্বর আচরণের বহিঃপ্রকাশ।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল সকাল থেকে মেডিক্যালে ভর্তীচ্ছু ও তাদের সমর্থিতরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান নেয়। এ সময় তারা নতুন করে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে নানা স্লোগান দেয় এবং দুপুর ১২টার দিকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শাহবাগের দিকে রওনা হয়। কিন্তু গণগ্রন্থাগারের সামনে পৌঁছার পর মিছিলে বাধা দেয় পুলিশ। সেখানে তিন স্তরের ব্যারিকেড ভেঙে শাহবাগ মোড়ে অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা। এ সময় ওই পথে যান চলাচল বন্ধ হওয়ার কারণে রাজধানীতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

শাহবাগে প্রায় দুই ঘণ্টা রাস্তা অবরোধ করে রাখার পর সোয়া ২টার দিকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ঘেরাও ও স্মারকলিপি দিতে মহাখালীর দিকে রওনা দেয় আন্দোলনকারীরা। কিন্তু কারওয়ান বাজারের সোনারগাঁও হোটেল মোড়ে আবার পুলিশি বাধায় পড়ে তারা। পুলিশের বাধা ডিঙিয়ে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করলে শুরু হয় পুলিশ-শিক্ষার্থী ধস্তাধস্তি। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অনেকেই রাস্তার ওপর শুয়ে পড়ে। এ সময় চারদিকে তীব্র যানজট সৃষ্টি হচ্ছে জানিয়ে আন্দোলনকারীদের রাস্তা ছেড়ে যেতে বলে পুলিশ। কিন্তু রাস্তা না ছাড়ায় একপর্যায়ে পুলিশ তাদের ওপর এলোপাতাড়ি লাঠিচার্জ শুরু করে। এতে আন্দোলনকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পরে আবারও কয়েকজন শিক্ষার্থী জড়ো হয়ে ব্যানার নিয়ে শাহবাগে ফিরে যায়। সেখানে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন আন্দোলনের সমন্বয়ক খালেদ সাইফুল্লাহ। তিনি বলেন, 'শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে পুলিশের লাঠিপেটায় সাতজন আহত হয়েছে। যতই নির্যাতন-নিপীড়ন হোক না কেন আমরা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরব না। কাল বৃহস্পতিবার (আজ) আবার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান করা হবে।'

পুলিশের রমনা জোনের উপকমিশনার আব্দুল বাতেন সাংবাদিকদের বলেন, আন্দোলনকারীদের ব্যাপারে পুলিশ অত্যন্ত নমনীয় ছিল। তাদের লাঞ্ছিত বা লাঠিচার্জ করা হয়নি। বরং তাদের বুঝিয়ে শহীদ মিনারের দিকে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গত ৩০ সেপ্টেম্বর ফাঁস হওয়া প্রশ্নে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর বেধড়ক লাঠিচার্জ করে পুলিশ। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশ থেকে মিছিল নিয়ে শাহবাগের দিকে যাওয়ার সময় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের প্রথমে ধস্তাধস্তি হয়। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ওপর বেধড়ক লাঠিচার্জ ও কয়েকজনকে বুট জুতা দিয়ে আঘাত করে পুলিশ।

ছাত্র ধর্মঘট : প্রগতিশীল ছাত্রজোট ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্যের ডাকে গতকাল ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়েছে। ধর্মঘট উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে তালা ঝুলিয়ে দেন বাম ছাত্রনেতারা। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এসব তালা ভেঙে ফেলা হয়। কলাভবনের মূল ফটক আটকে রেখে তারা বিক্ষোভ সমাবেশ করে। ধর্মঘটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়নি, কিন্তু পরীক্ষা ঠিক সময়েই অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল দুপুরে ধর্মঘট শেষে শাহবাগের জাতীয় জাদুঘরের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে দুই জোটের সমন্বয়ক সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হাবিব রুমন বলেন, দেশব্যাপী জোটের ডাকা ধর্মঘট সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। নওগাঁ, কুষ্টিয়া ও বরিশাল মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রলীগের কর্মীরা বাধা দেয়। তবু বাধা উপেক্ষা করে ধর্মঘট পালিত হয়েছে। একই দাবিতে আগামী রবিবার সারা দেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে।

এদিকে আমাদের রংপুর অফিস জানায়, একই দাবিতে প্রগতিশীল ছাত্রজোট ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্য রংপুর জেলার উদ্যোগে গতকাল রংপুর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র ধর্মঘট পালন করা হয়। সকাল ৯টা থেকে রংপুর জিলা স্কুল, কৈলাশরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর উচ্চ বিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া উচ্চ বিদ্যালয়সহ রংপুরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্লাস বর্জন করে ধর্মঘট সফল করতে এগিয়ে আসে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জানান, সকাল ৭টায় প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নেতাকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের ভেতরে সড়কে অবস্থান নিয়ে বাস চলাচল বন্ধ করে দেয়। ধর্মঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাস চলাচল দুপুর পর্যন্ত বন্ধ ছিল। তবে শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাস চলেছে। ধর্মঘটের মধ্যে কয়েকটি বিভাগে ক্লাস অনুষ্ঠিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তবে পরীক্ষা ধর্মঘটের আওতামুক্ত ছিল।

গাইবান্ধা প্রতিনিধি জানান, গাইবান্ধা সরকারি কলেজসহ জেলার বিভিন্ন কলেজে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালন করা হয়। ধর্মঘট চলাকালে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের এক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ গাইবান্ধা সরকারি কলেজ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়।